দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 27 ... ২০০৮
পৃঃ ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

পাবলিক ভার্সিটি থেকে জোট আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসিরা বিদায় হচ্ছেন

অভিভাবক হারাচ্ছে শিবির-ছাত্রদল ক্যাডাররা!

মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ॥ পুরনো লাইন অকেজো [illegible] ভাবে নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে [illegible] বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত দলীয় উপাচার্যরা। ওই সময়ে যাদের তদ্বিরে উপাচার্যের পদ এই প্রভাবশালী শিক্ষাবিদরা বাগিয়ে নিয়েছেন তাঁদের অনেকেই এখন কারাগারে বা পলাতক থাকায় মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিভিন্ন অভিযোগে অপসারিত হচ্ছেন তাঁরা। ইতোমধ্যে চার উপাচার্যকে অপসারণ করেছে সরকার। একই সময়ে নিয়োগকৃত আরও তিনজন উপাচার্যকেও অপসারণ (২ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

পাবলিক ভার্সিটি

(প্রথম পাতার পর)

করা হবে বলে জানা গেছে। তবে এর মাধ্যমে দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত উপাচার্যদের হাত থেকে মুক্তি পেতে শুরু করেছে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। এতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা খুশি হলেও হতাশ হচ্ছে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির ক্যাডাররা। কারণ গত পাঁচ বছরে ক্যাম্পাসে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারে একজন পূর্ণাঙ্গ অভিভাবকের ভূমিকা পালন করেছে এসব উপাচার্য।

জানা যায়, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২০০৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির তদন্ত শুরু করা হয়। একই সঙ্গে সরকার সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত করার ঘোষণা দেয়। এই লক্ষ্যে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পৃথক পৃথক তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল তখনই। এরপর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে দায়িত্বে থাকা উপাচার্যরা নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে তদ্বিরে নেমে পড়েন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেসব রাজনৈতিক প্রভুর আশীর্বাদে উপাচার্যের আসনে আসীন হয়েছেন, ওয়ান ইলেভেনের পর দেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের কারণে তাদের কেউ জেলে, কেউ পলাতক, কেউ গা ঢাকা দিয়ে থাকায় শেষ পর্যন্ত নিজেদের অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি বেশ কয়েকজন উপাচার্য। তবে যাঁরা অপসারণের সিরিয়ালে আছেন তাঁরা নিজেদের চেয়ার ধরে রাখার জন্য এখনও প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বলে জানা গেছে।

সম্প্রতি অপসারিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ আলতাফ হোসেন। তাঁকে অপসারণ করা হয় ১৫ মে। তিনি উপাচার্য হয়েছিলেন বিদায়ী জোট সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হকের খুঁটির জোরে। বিএনপির প্রভাবশালী এই মন্ত্রী বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনে হিসাব দেয়ার সময় তথ্য গোপন ও অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনের দায়ে তাঁর ১০ বছর জেল হওয়ায় বর্তমানে তিনি পলাতক। রাবি উপাচার্যের আস্থাভাজন এই মন্ত্রী দৌড়ের ওপর থাকায় কোনভাবেই নিজের অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি তিনি। তবে উপাচার্য অপসারণের গ্রীন সিগন্যাল পাওয়ার পর এই উপাচার্য নিজের অবস্থান ধরে রাখতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। জরুরী অবস্থা ভঙ্গের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকার মামলা করার পর তিনি ওইসব শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত করার জন্য উঠেপড়ে লাগেন। অবশেষে তার কোন কৌশলই তাঁকে রক্ষা করতে পারেনি। এরপর ২০ মে আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকেও অপসারণ করা হয়। জনস্বার্থে এসব উপাচার্যদের অপসারণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। তবে মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, এই তিন উপাচার্যের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতি ও অর্থ দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁদের অপসারণের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। এর মধ্যে অপসারিত নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবুল খায়ের । তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রকল্প পরিচালক ছিলেন। বিএনপির স্থানীয় সাংসদ মোঃ শাজাহানের আস্থাভাজন ব্যক্তি হওয়ায় উপাচার্যের আসনেও তাঁকে বসিয়ে দেন ওই সাংসদ। ২০০৬ সালের ২৪ এপ্রিল তিনি উপাচার্যের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মেয়াদোত্তীর্ণের ২৩ মাস আগেই দুর্নীতির অভিযোগে এই উপাচার্য অপসারিত হন। যেই সংসদ সদস্যের ক্ষমতার জোরে তিনি উপাচার্য হয়েছেন সে সাংসদ বর্তমানে পলাতক রয়েছেন। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর দুর্নীতি-অনিয়ম নিয়ে সিরিজ নিউজ প্রকাশিত হলে তিনি গা ঢাকা দেন। যার ফলে নিজের প্রিয় উপাচার্যের অসময়ে তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারেননি সাংসদ। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন মিঞা। এই উপাচার্য ব্যালাপ প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দায়িত্ব নেয়ার পর সবাইকে ম্যানেজ করে চলতেন। কিন্তু টাকাপয়সার প্রতি একটু লোভ থাকায় ব্যালাপ প্রক্রিয়াটি আর কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। একইভাবে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল লতিফ মাসুমেরও পুরনো রাজনৈতিক লাইন অকেজো হওয়ায় নিজের অবস্থান ধরে রাখা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে। অভিযোগ প্রমাণিত হলে অপসারিত হতে পারেন জগন্নাথ, কুমিল্লা ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরাও। তাঁদের অনিয়ম-দুর্নীতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে শিক্ষামন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে।

রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগকৃত এইসব উপাচার্যের অপসারণের ফলে শিক্ষাবিদ ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা খুশি হলেও হতাশ হচ্ছে বিএনপি-জামায়াতের ছাত্র সংগঠনগুলো। গত পাঁচ বছরে দলীয় উপাচার্যদের আস্কারার কারণে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সন্ত্রাসীদের অভয় আশ্রমে পরিণত হয়। জন্ম নেয় শিবির ক্যাডার সালেহীর মুতো শীর্ষ সন্ত্রাসী।